তারিখ 03 JUL 1989
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 1 ...
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
২৪

উপাচার্যদের বৈঠকে এরশাদ

দেশে কোন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে না

বাসস জানায়, রাষ্ট্রপতি এরশাদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের এক বৈঠক গতকাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরচ্যান্সেলর।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক অনিয়মসমূহ নিরসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই একই হিসাবরক্ষণ ম্যানুয়েল (একাউন্টিং ম্যানুয়েল) প্রণয়ন করবে।

বৈঠক আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, দেশে কোন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না এবং এর পরিবর্তে আধুনিক ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে চিকিৎসা শিক্ষা হাসপাতাল প্রশাসন থেকে পৃথক রাখা হবে।

চিকিৎসা (মেডিকেল) শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হবে। তবে হাসপাতাল প্রশাসনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বহাল থাকবে।

বৈঠক অনুভব করে যে, চিকিৎসা শিক্ষাসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বর্তমান সময়ের প্রয়োজন

শেষ পৃষ্ঠায় ৩য় কলামে

কোন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাফিক এর আধুনিকায়ন প্রয়োজন।

বৈঠকে এটা অবহিত করা হয় যে, এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক এবং সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের নিরিখে বৈঠক ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নিয়েও আলোচনা করে। এ ছাড়াও বৈঠকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য সার্বক্ষণিক কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

বৈঠক এর আগে উপাচার্যদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ও পর্যালোচনা করে।

এর আগে উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার প্রকৃত সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষার উচ্চ মান অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্যও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

বৈঠকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এ এইচ সাদেক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প উপদেষ্টা অধ্যাপক এম এ বারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন।